তারিখ ..21 NOV 2016..
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...৬...

কালের কণ্ঠ

ডাকসু এখন শুধুই স্মৃতি

■ সাব্বির নেওয়াজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচন হয় না গত ২৫ বছর। অথচ ডাকসুকে বলা হয় দেশের 'দ্বিতীয় পার্লামেন্ট'। আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন, বায়ান্নতে ভাষার জন্য জীবনদান, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জনগণের আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ডাকসুর ছিল গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। স্বাধীন বাংলাদেশেও ডাকসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দেশ ও জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন। সর্বশেষ আশি ও নব্বইয়ের দশকে সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনেরও সূত্রপাত ঘটে ডাকসুর নেতৃত্বে ১৪টি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার মাধ্যমে। সেই ডাকসু এখন শুধুই স্মৃতি।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ডাকসু এখন শুধুই স্মৃতি

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গত ২৬ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন ২৬টি ব্যাচ এসেছে। নেতৃত্বের হাতেখড়ি কিংবা ভোট কোনোটাই দিতে পারেননি এসব ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা। ডাকসুর সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক মনে করেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব অছাত্রমুক্ত করেন, তা হলে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হবে। অপর এক সিন্ডিকেট সদস্যের মন্তব্য থেকেও ধারণা করা যায়, 'শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কায়' নির্বাচন দেওয়া হচ্ছে না।

এদিকে ডাকসুকে সচল করে তোলার লক্ষ্যে গত দুই যুগে বিভিন্ন সময় দাবি করেছেন ছাত্রছাত্রীরা। সর্বশেষ ২০১২-১৩ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী অধিকার মঞ্চ' ব্যানারে ডাকসু সচলের দাবিতে আন্দোলন হয়। সে সময় শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন, স্বাক্ষরতা সংগ্রহ, সমাবেশ, অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। এ সময় তারা একটি জরিপও চালায়। এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ সাধারণ শিক্ষার্থী ডাকসু সচলের পক্ষে মত দেন। এরপর গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন শুরু হলে ভাটা পড়ে ডাকসু নির্বাচনের আন্দোলনে। ডাকসু নির্বাচন সম্পর্কে সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল সমকালকে বলেন, 'ডাকসু নির্বাচন ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ন হবে না, এমন নিশ্চয়তা মিললে নির্বাচন হতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এজন্য ক্যাম্পাসে সব ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়মিত ছাত্র হতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছরই নিয়মিত শিক্ষক সমিতি ও তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির নির্বাচন হয়; নির্বাচন হয় না শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রাণভোমরা' ডাকসু ও হল ছাত্রছাত্রী সংসদগুলোর। ফলে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে আস্থা অর্জনের মধ্যে দিয়ে দেশ-জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারেন না কেউ। নেতৃত্বদানের সুপ্ত প্রতিভাও বিকশিত হয় না। ছাত্র সংগঠনগুলোতে ডাকসু ও হল সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিকতার চর্চাও হয় না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কোনো ছাত্র সংগঠনের স্বাভাবিক সাংগঠনিক কার্যক্রমও নেই। দুই যুগ ধরে সরকারি দলের সহযোগী ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাস ও হলে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। ডাকসু নেই, তাই সিনেটে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিও নেই। তাই শিক্ষকদের একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার বেড়েছে। শিক্ষক রাজনীতির বলি হতে হচ্ছে ছাত্রসমাজকে।

সিনেটেও নেই ছাত্র প্রতিনিধি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে সিনেট। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারণ, আইন বাতিল ও সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী, সিনেটে নির্বাচিত ডাকসু থেকে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধি থাকার কথা। ডাকসু নেই, তাই ২৫ বছর ধরে সিনেটে কোনো প্রতিনিধিও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে সিন্ডিকেট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ এটি। সিনেট আইনে পাঁচজন ছাত্র প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সিন্ডিকেটে এমন কোনো আইন বা নিয়ম নেই।

অর্থ আদায় থেমে নেই : ডাকসু সচল নেই। কিন্তু ডাকসুর জন্য প্রতি বছরই থাকছে বাজেট বরাদ্দ। ডাকসুতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৭০ হাজার টাকা, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ছয় লাখ টাকা, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১০ লাখ টাকা, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১০ লাখ টাকা (সংশোধিত ছয় লাখ ৬৪ হাজার টাকা), ২০০৯-১০ অর্থবছরে সংশোধিত ছয় লাখ ৮৬ হাজার টাকা, ২০১০-১১ অর্থবছরে সংশোধিত সাত লাখ ৬৭ হাজার টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রায় আট লাখ টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছয় লাখ ৭৭ হাজার টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে আট লাখ ৩২ হাজার টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাত লাখ ৫৮ হাজার টাকা (সংশোধিত পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা) এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে পাঁচ লাখ টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদের জন্য ঢাবির শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১২০ টাকা চাঁদা আদায় করে। প্রতি বছর এভাবে ডাকসুর তহবিলে প্রচুর অর্থ জমছে। বর্তমানে ডাকসুর একমাত্র কার্যক্রম বলতে সংগ্রহশালা পরিচালনা। এর জন্য বাজেটে ব্যয় রাখা হয়েছে ৬০ হাজার টাকা।

জরাজীর্ণ ডাকসু ভবন : বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রে ডাকসু ভবন প্রায় চার বিঘা জায়গার ওপর অবস্থিত। এর এক পাশে মধুর ক্যান্টিন, অন্য পাশে কলাভবন ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। দোতলা এ ভবনে একসময় ছাত্রনেতাদের জমজমাট আড্ডা হতো। ভবনটিতে ভিপি, জিএসসহ বিভিন্ন সম্পাদকের কক্ষও রয়েছে। তবে ডাকসু ভবনের নিচতলা বর্তমানে কলা ভবন ক্যাফেটারিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আরেকটি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে সংগ্রহশালা হিসেবে। দোতলার কক্ষগুলোতে বিভিন্ন সংগঠন পাঠচক্র, সভা করে। দীর্ঘদিনের পুরনো ভবনের এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। জানালার কাচ ভাঙা, দেয়ালে রঙ করা হয় না বহু বছর, অনেক কক্ষের পলেস্তারা খসে পড়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। সংগ্রহশালায় ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন স্মারক গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। অনেক স্মারকের ওপর ধুলোর স্তর পড়ে রঙ নষ্ট হয়ে গেছে।

সাবেক ডাকসু নেতাদের বক্তব্য : সম্প্রতি সমকালের সঙ্গে কথা হয় ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ মেয়াদে দুই দফায় ডাকসুর সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতা বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে। ডাকসু নিয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'ভাষা আন্দোলনের শুরু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুও এখানে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯১ সালের পরে আর নির্বাচন হয়নি– এটা দুর্ভাগ্যজনক। অথচ সামরিক সরকারের সময়েও নিয়মিত নির্বাচন হয়েছে।'

তোফায়েল আহমেদ বলেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ছাত্রছাত্রীদের সংগঠিত করে আমরা ছাত্রলীগকে শক্তিশালী করেছি। এখান থেকেই আমাদের 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা' স্লোগানের শুরু। ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনকে বেগবান করেছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। গণঅভ্যুত্থানের সময় আসাদ, মকবুল, রুস্তমের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ। এখনও মনে সেসব দিনের কথা ভেসে ওঠে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১০ লাখ লোকের সমাবেশে জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়েছি। সে সমাবেশে ডাকসু ভিপি হিসেবে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম।"

ডাকসুর এই সাবেক ভিপি বলেন, 'দ্রুত ডাকসু নির্বাচন দেওয়া উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতা বানায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও হবে। এভাবে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ডাকসু, রাকসুসহ প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন দেওয়া উচিত। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারবে। পড়াশোনার পরিবেশও উন্নত হবে।'

ডাকসুর অপর সাবেক ভিপি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমও সমকালকে বলেন, 'কালবিলম্ব না করে ডাকসু নির্বাচন দেওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ছাত্র সমাজ প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে আছে কয়েক দশক ধরে। এর আগে কখনও এভাবে শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়নি। ১৯৭২ সালে আইন করে সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি রাখার বিধান করা হয়েছে। এর ফলে তাও অনুসরণ হচ্ছে না।'

ডাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন সমকালকে বলেন, '১৯৯০ সালের পর আর ডাকসু নির্বাচন হয়নি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতো তিনিও মনে করেন, ডাকসু নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।' তিনি বলেন, '২৬ বছর ধরে ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। তাই ছাত্র নেতৃত্বও গড়ে উঠছে না। প্রতি বছর এ নির্বাচন হলে যোগ্য ছাত্র নেতৃত্ব বেরিয়ে আসত। তারা জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত।'

উপাচার্যের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমকালকে জানান, তিনিও চান ডাকসুর নির্বাচন হোক। ডাকসুকে কার্যকর করা, এর ঐতিহ্যকে ধারণ করা এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি ও বিকশিত করাই তাদের প্রত্যাশা। তিনি বলেন, 'সমস্যা হলো, কয়েকটি ছাত্র সংগঠন অছাত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। তাদের পক্ষে ছাত্রদের নেতৃত্বদান সম্ভব নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে ডাকসু নির্বাচন ঝুঁকিপূর্ণ।' তিনি আরও বলেন, 'এ নির্বাচনের আয়োজন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ নয়, এ জন্য রাজনৈতিক নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। তারা তাদের ছাত্র সংগঠনকে অছাত্রমুক্ত করলে ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে।' উপাচার্য বলেন, 'যারা ছাত্র, আর যারা অছাত্র, তাদের সহাবস্থান হতে পারে না। গত ৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখানে নিয়মিত শিক্ষাদান ও পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন। কোনোভাবেই শিক্ষার কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটানো যাবে না।'